তিন ধরণের নফস

ক)আম্মারা (কু-কর্মেআদেশকারী)

খ)লাওয়ামা(আত্মসমালোচনাকারী)

গ) মুতমায়িন্না(পবিত্র শান্ত)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ তিন ধরণের নফস

ক)আম্মারা (কু-কর্মেআদেশকারী),

খ)লাওয়ামা(আত্মসমালোচনাকারী),

গ) মুতমায়িন্নাহ(পবিত্র শান্ত)।

ক) নফসে আম্মারা

নফসে আম্মারা অর্থ কু-কর্ম করার জন্য আদেশকারী অন্তর বা আত্মা। আযীযের স্ত্রী নিজের গোলাম ইউসুফ(আঃ)কে ভালোবেসেছিল। কারণ হযরত ইউসুফ(আঃ) দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন। আযীযের স্ত্রী হযরত ইউসুফ(আঃ) কে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এবং একবার ঘরের দরজা বন্ধ করে তার সাথে কুকর্ম করার আহ্বান করেছিল। আল্লাহ্ হযরত ইউসুফ(আঃ) কে রক্ষা করেছিলেন। ইউসুফ(আঃ) সাড়া না দেয়ায় তার

বিরুদ্ধে আযীযের স্ত্রী চক্রান্ত করে। শহরের অন্যান্য মহিলারা আযীযের স্ত্রীকে গালমন্দ করেছিল। অন্য মহিলাদেরকে আযীযের স্ত্রী দাওয়াত দিয়েছিল। সেখানে হযরত ইউসুফ(আঃ) এর রূপ সৌন্দর্য দেখে মহিলারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল। সারা শহরময় এ ঘটনা আলোচনা হচ্ছিল। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ)কে বিনা অপরাধে জেলে পাঠানো হয়েছিল। জেলে তিনি স্বপনের ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবং রাজার স্বপ্নও হযরত ইউসুফ(আঃ) ব্যাখ্যা করেছিলেন। রাজা হযরত ইউসুফ(আঃ) কে সরকারী কাজে নিয়োগের জন্য জেল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজদরবারে আসতে বললেন। হযরত ইউসুফ(আঃ)বললেনঃ রাজা প্রথমে ইউসুফ(আঃ) এবং আযীযের স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলাদের বিষয়টি তদন্ত করুন, তারপর আমি রাজদরবারে আসব। রাজা তদন্ত করলেন এবং হযরত ইউসুফ(আঃ) নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। এই তদন্তের সময় আযীযের স্ত্রীর উক্তি পবিত্র কোরআনে সুরা ১২ ইউসুফের ৫৩ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ১২ ইউসুফ, আয়াতঃ ৫৩

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ (53)

অর্থঃ আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের অন্তর অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ। কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার রাব্ব অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই আমার রাব্ব অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

খ) নফসে লাওয়ামা

নফসে লাওয়ামা অর্থ আত্ম সমালোচনাকারী নফস বা আত্মা। কোন অন্যায় কাজ অসতর্কভাবে সঙঘটিত হলে এ ধরণের নফস সাথে সাথে অনুশোচনা করে দুঃখ পায়। নিজেকে অপরাধী ভাবে, লজ্জা পায় ও বিব্রত হয়। বলে হায়!এ কাজটা যদি না করতাম। এ ধরণের কাজের ইচ্ছা যদি মনে জাগ্রত না হতো এবং পরিকল্পনা ও শপথ করে ভবিষ্যতে এ ধরণের কাজের ইচ্ছা ও কাজ না করার, নিজেকে তিরষ্কার। ভালো ইচ্ছা মন্দ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্বদা সংগ্রাম করে। কোন সময় মন্দ কাজ হয়ে যায় এবং কোন সময় অন্যায় থেকে বিরত থাকে। তিরষ্কারকারী আত্মা।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৭৫ কিয়ামাহ, আয়াতঃ ২

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2)

আর শপথ করছি তিরষ্কারকারী আত্মার।

এখানে আল্লাহ শপথ করেছন, কিয়ামত সঙঘটিত হওয়ার উপর, এবং অজ্ঞ লোকদের প্রত্যক্ষানের উপর। প্রথম আয়াতে আল্লাহ শপথ করেছেন কিয়ামত দিবসের এবং দ্বিতীয় আয়াতে আল্লহ শপথ করেছেন তিরষ্কারকারী আত্মার।

গ) **<u>নফসে মুতমায়িন্নাহ</u>**

সর্ব অবস্থায় এধরণের নফ্স খারাপ চিন্তা ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকে। মন্দ চিন্তা ও মন্দ কাজ করা থেকে আল্লাহর সাহায্য প্রতিনিয়ত কামনা করে।এ সমস্ত আত্মা নিজের ভালো চিন্তা ও ভালো কাজ সম্পর্কে সন্তষ্ট থাকে। আল্লাহও এদের প্রতি সন্তষ্ট।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৮৯ ফজর, আয়াতঃ ২৭-৩০

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27)

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28)

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29)

وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)

(বলা হবে)

হে প্রশান্ত চিত্ত!

তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষজনক হয়ে

অতঃপর তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হও,

এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর

এই কথাগুলো তখন বলা হয় যখন বান্দা মৃত্যুবরণ করে এবং আরোও বলা হবে বিচার দিবসে।বান্দার জান যখন কবজ করা হয় এবং কবরে সওয়াল জওয়াবের জন্য যখন উঠানো হবে তখন মালাইকা (ফেরেশতা) মু'মিনদেরকে এই সুসংবাদ দিয়ে থাকেন।

এ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন হযরত আবু বকর(রাঃ) রাসুল(সাঃ) এঁর নিকট বসা ছিলেন। আবু বকর(রাঃ) তখন বলে উঠেনঃ কি সুন্দর বাণী এটা!তখন রাসুল(সাঃ) বলেনঃ (হে আবু বকর (রাঃ) আপনাকেও একথাই বলা হবে।(দুবরুল মানসুর ৮/৫১৩)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের চেষ্টা থাকা দরকার যাতে কোন ক্রমেই যেন আমাদের আত্মা নফ্সে আম্মারা না হয়। নিয়মিত সালাত আদায়, সওম পালন ও ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আমাদের আত্মা নফ্সে মুতমায়িন্নাহর কাতারে শামিল হবে ইনশাল্লাহ্।আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....